# বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ আইন, ২০০১

( ২০০১ সনের ১৮ নং আইন )

[[১৬ এপ্রিল, ২০০১]]

বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা এবং টেলিযোগাযোগ সেবার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধানকল্পে প্রণীত আইন।

যেহেতু বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও দক্ষ নিয়ন্ত্রণ এবং টেলিযোগাযোগ সেবা নিয়ন্ত্রণের নিমিত্তে একটি স্বাধীন কমিশন প্রতিষ্ঠা, [১][ ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের কতিপয় ক্ষমতা], কার্যাবলী ও দায়িত্ব কমিশনের নিকট হসত্মান্তর এবং আনুষংগিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান করা সমীচীন;

## প্রথম অধ্যায়
## প্রাথমিক বিষয়াদি

সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

এই আইন বাংলাদ১।এই আইন বাংলাদেশ ২ [২][ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ] আইন, ২০০১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে সেই তারিখে ইহা কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজন ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে,-

(১) আগ্রহী পক্ষ অর্থ বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ উন্নয়ন বা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনা বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের লাইসেন্সের জন্য আবেদনকারী বা লাইসেন্সের আওতায় গৃহীতব্য অন্য কোন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে আগ্রহী কোন ব্যক্তি;

(২) আনত্মঃসংযোগ (Interconnection) অর্থ একাধিক টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্কের দৃশ্য (physical) বা অদৃশ্য বা যৌক্তিক (logical) সংযোগ যাহার ফলে এইরূপ একটি নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণ তাহাদের নিজেদের মধ্যে বা অন্য কোন নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীগণের সহিত যোগাযোগ করিতে বা উক্ত অন্য নেটওয়ার্কের সেবা পাওয়ার সুযোগ লাভ করিতে পারে;

(৩) কমিশন অর্থ ধারা ৬ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ [৩][ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ] কমিশন;

(৪) কমিশনার অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান বা অন্য কোন কমিশনার;

(৫) কর্মচারী বলিতে কর্মকর্তাও অন্তর্ভুক্ত;

(৬) ক্ষতিকর প্রতিবন্ধকতা অর্থ নির্গমন (emission), বিকিরণ (radiation) বা আবেশের

(induction) ফলে সৃষ্ট তড়িত্-চুম্বকীয় শক্তির এমন বিরূপ প্রভাব যাহা-

(ক) বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে বিপন্ন করে; অথবা

(খ) বেতার যন্ত্রপাতির ব্যবহার বা কার্যক্ষমতাকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস বা বাধাগ্রস্ত করে, অথবা উক্ত ব্যবহারে বা কার্যক্ষমতায় বিচ্যুতি ঘটায়;

(৭) কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ অর্থ ৫৭ ধারার অধীনে কমিশন প্রদত্ত কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ;

(৮) গ্রাহক অর্থ যে ব্যক্তি কোন পরিচালনাকারীর নিকট হইতে টেলিযোগাযোগ সেবা গ্রহণ করেন;

(৯) চেয়ারম্যান অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান;

(১০) চার্জ অর্থ এই আইনের অধীনে কমিশন বা পরিচালনাকারী প্রদত্ত সেবা বাবদ প্রদেয় চার্জ;

(১১) টেলিযোগাযোগ অর্থ কোন কথা (speech), শব্দ (sound), চিহ্ন, সংকেত, লেখা, দৃশ্যমান প্রতিকৃতি বা অন্যবিধ যে কোন ধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিব্যক্তিকে তড়িত্, চুম্বক-শক্তি, তড়িত্-চুম্বকীয় শক্তি, তড়িত্-রাসায়নিক বা তড়িত্যান্ত্রিক শক্তি ব্যবহারক্রমে তার, নল, বেতার অপটিক্যাল বা অন্য কোন তড়িত্-চুম্বকীয় বা তড়িত্-রাসায়নিক বা তড়িত্-যান্ত্রিক বা কৃত্রিম উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রেরণ ও গ্রহণ;

(১২) টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি অর্থ টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এইরূপ কোন কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত যে কোন যন্ত্রপাতি;

(১৩) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা অর্থ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির সমন্বিত রূপ (যেমন সুইচিং ব্যবস্থাদি, প্রেরণ যন্ত্রপাতি, প্রান্তিক যন্ত্রপাতি, কৃত্রিম উপগ্রহ ইত্যাদি), এই সকল যন্ত্রপাতি দৃশ্যতঃ পরস্পর সংযুক্ত থাকুক বা না থাকুক বা উহারা একযোগে তথ্য বা বার্তা প্রেরণের কাজে ব্যবহৃত হউক বা না হউক;

(১৪) টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক অর্থ এমন একগুচ্ছ সংযোগস্থল (node) এবং সংযোগ লাইন (link) এর সমাহার যাহা দুই বা ততোধিক অবস্থানের মধ্যে টেলিযোগাযোগ স্থাপন করে;

(১৫) টেলিযোগাযোগ সেবা অর্থ নিম্নবর্ণিত যে কোন সেবা:-

(ক) টেলিযোগাযোগ অভিব্যক্তিটির সংজ্ঞার আওতায় পড়ে এমন কোন কিছুকে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্যে প্রেরণ বা গ্রহণ;

(খ) টেলিযোগাযোগ সেবার সম্প্রসারিত সেবা (value added service যেমন, ফ্যাক্স, ভয়েস মেইল, পেজিং সার্ভিস);

(গ) ইন্টারনেট সেবা;

(ঘ) উপরে (ক) (খ) ও (গ) তে বর্ণিত সেবা ব্যবহারের সুবিধার্থে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত অবগতিমূলক বা নির্দেশনামূলক তথ্যাদি সরবরাহ করা;

(ঙ) টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার সহিত সংযুক্ত বা সংযোজিতব্য যন্ত্রপাতি স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণ, অথবা উক্ত যন্ত্রপাতির সমন্বয়সাধন, পরিবর্তন, মেরামত, স্থান পরিবর্তন বা স্থলাভিষিক্তকরণ সংক্রান্ত সেবা;

(১৬) ট্যারিফ অর্থ এই আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে [৪][ সরকার] কর্তৃক অনুমোদিত বা ধারা ৯২ তে উল্লেখিত ট্যারিফ;

(১৭) প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী যন্ত্রপাতি অর্থ বেতার যন্ত্রপাতি ব্যতীত অন্য এমন যন্ত্রপাতি বা কৌশল যাহা বেতার যোগাযোগে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে বা করিতে সক্ষম;

(১৮) পরিদর্শক অর্থ ধারা ৬০ এর অধীনে পরিদর্শক হিসাবে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি;

(১৯) পরিচালনাকারী (Operator) অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালনের জন্য, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের জন্য বা এই ধরনের একাধিক কাজের সমন্বিত ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য, লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি;

(২০) প্রবিধান অর্থ এই আইনের অধীনে প্রণীত প্রবিধান;

[৫][ (২০ক) "প্রশাসনিক জরিমানা" অর্থ কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এইরূপ জরিমানা যাহাআদালত কর্তৃক প্রদত্ত নহে বা আরোপিত নহে;]

[৬][ ২১। পারমিট অর্থ কোন পরিচালনাকারী লাইসেন্সকৃত টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা বা সেবা প্রদানের কোন স্থাপনা, যন্ত্রপাতি বা সুবিধা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ফিস বা অন্য কোন ধরনের মূল্য বা সুবিধা প্রাপ্তির বিনিময়ে অন্য কোন ব্যক্তিকে ব্যবহারের জন্য কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত অনুমতি;;]

(২২) প্রান্তিক যন্ত্রপাতি অর্থ এমন টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যাহা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ সেবার গ্রহীতা কর্তৃক বার্তা বা তথ্য প্রেরণ বা গ্রহণের জন্য ব্যবহৃত হয়;

(২৩) ফৌজদারী কার্যবিধি অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

[৭][ (২৩ক) বিধি অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;;]

(২৪) ব্যক্তি শব্দের আওতায় কোন প্রাকৃতিক ব্যক্তি স্বত্বাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি (individual), অংশীদারী কারবার, সমিতি, কোম্পানী, কর্পোরেশন, সমবায় সমিতি, এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (statutory body) অন্তর্ভুক্ত;

(২৫) বেতার যন্ত্রপাতি অর্থ বেতার (radio apparatus) যোগাযোগে ব্যবহারের উপযুক্ত কৌশল বা এইরূপ একাধিক কৌশলের সমন্বয়;

(২৬) বেতার যোগাযোগ বা রেডিও (radio communication or radio) অর্থ কোন কৃত্রিম দিক নির্দেশক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে ৩০০০ গিগাহার্জ (GHz) অপেতগা কম ফ্রিকোয়েন্সির বেতার তরংগের (radio wave) সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের উপরে কোন চিহ্ন, সংকেত, ছবি, প্রতিকৃতি, প্রতীক বা শব্দের নির্গমন, প্রেরণ বা গ্রহণ;

(২৭) মন্ত্রী অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রী;

(২৮) মন্ত্রণালয় অর্থ সরকারের ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিষয়ক মন্ত্রণালয় বা বিভাগ;

(২৯) লাইসেন্স অর্থ টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান অথবা উক্ত ব্যবস্থা বা সেবা পরিচালন বা সংরক্ষণ বা বেতার যন্ত্রপাতি ব্যবহারের জন্য এই আইনের অধীনে কমিশন প্রদত্ত বা প্রদত্ত বলিয়া গণ্য লাইসেন্স;

(৩০) সম্প্রচার অর্থ বেতার তরঙ্গ, কৃত্রিম উপগ্রহ, তার (cable) বা অপটিক্যাল ফাইবার এর সাহায্যে এমন বার্তা, তথ্য, সংকেত, শব্দ, প্রতিকৃতি বা বুদ্ধিভিত্তিক অভিব্যক্তি প্রেরণ যাহা জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণের জন্য প্রেরিত, তবে ইন্টারনেট যোগাযোগের মাধ্যমে কোন কিছু প্রেরণকে সম্প্রচার বলিয়া গণ্য করা যাইবে না;

(৩১) স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি অর্থ এই আইনের ৫৬ ধারার অধীন গঠিত স্পেকট্রাম ব্যবস্থাপনা কমিটি;

(৩২) সার্বজনীন সেবা অর্থ বাংলাদেশের যে কোন স্থানে অবস্থানরত বা যে কোন পেশায় কার্যরত প্রত্যেক বাংলাদেশী নাগরিককে বা অন্য কোন ব্যক্তিকে টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান।

প্রয়োগ

৩। (১) এই আইন সমগ্র বাংলাদেশে এবং নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) কোন স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহ;

(খ) বাংলাদেশের আঞ্চলিক সমুদ্রসীমার (territorial waters) মধ্যে অবস্থিত কোন মঞ্চ, রিগ বা অন্যবিধ স্থাপনা, যাহা উক্ত সমুদ্রসীমার মধ্যে বা পানির নীচে মাটির সহিত সংযুক্ত:

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশী স্থলযান, জলযান, আকাশযান বা কৃত্রিম উপগ্রহের ব্যাপারে বাংলাদেশ কোন আন্তর্জাতিক চুক্তিতে বা অনুরূপ ব্যবস্থায় পক্ষভুক্ত থাকিলে উক্ত চুক্তি বা ব্যবস্থা সাপেক্ষে এই আইন প্রযোজ্য হইবে।

(২) এই আইন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না:-

(ক) কোন কিছু সম্প্রচার;

(খ) বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা উক্ত কেন্দ্রের জন্য লাইসেন্স প্রদান;

(গ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতি, বা সম্প্রচারিত তথ্য বা বার্তা বা অনুষ্ঠানের গ্রাহক যন্ত্রপাতি, বা এইরূপ যন্ত্রপাতির ব্যবসা বাণিজ্য:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য হইবে:

(অ) এইরূপ বেতার সম্প্রচার কেন্দ্র বা টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র বা সম্প্রচার যন্ত্রপাতির জন্য ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দকরণ বা বরাদ্দকৃত ফ্রিকোয়েন্সি নিয়ন্ত্রণ;

(আ) সম্প্রচার যন্ত্রপাতির সহিত, বা সম্প্রচারের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহার।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, উহাতে উল্লেখিত কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণী বা বিশেষ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি বা কোন বিশেষ সেবাকে এই আইন বা তদধীন প্রণীত প্রবিধানের সকল বা যে কোন বিধানের কার্যকারিতা হইতে অব্যাহতি দিতে পারে।

টেলিযোগাযোগ সম্পর্কিত অন্যান্য আইন ইত্যাদির প্রয়োগ

৪। (১) Telegraph Act, 1885 (XIII of 1885) এবং Wireless Telegraphy Act, 1933 (XVII of 1933), এই আইনের বিধান সাপেক্ষে প্রযোজ্য হইবে এবং কোন বিষয়ে উক্ত Act দুইটির সহিত এই আইনের অসংগতি থাকিলে এই আইনের বিধান কার্যকর হইবে।

(২) এই আইনের অধীন কার্যাবলী সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য উপরোক্ত দুইটি আইন বা অন্য কোন আইনের অধীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা অন্যান্য নিয়মাবলী বা উহাদের অধীন প্রদত্ত বা জারীকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা, এই আইনের সহিত সংগতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, প্রয়োগ করা যাইবে, যে পর্যন্ত উক্ত বিধি, প্রবিধান, নিয়মাবলী, আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনার প্রয়োগ কমিশন কর্তৃক রহিত না করা হয়।

অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য

৫। অন্যান্য আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

## দ্বিতীয় অধ্যায়
## কমিশন প্রতিষ্ঠা ও গঠন

কমিশন প্রতিষ্ঠা, ইত্যাদি

৬। (১) এই আইন প্রবর্তনের সংগে সংগে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন নামে একটি কমিশন প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(২) কমিশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, ইহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি অর্জনের ও অধিকারে রাখার, হসত্মান্তর করার, চুক্তি সম্পাদন এবং এই আইন অনুসারে অন্যান্য কার্য সম্পাদন করার ও উদ্যোগ গ্রহণের অধিকার এই সংস্থার থাকিবে, উহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উক্ত নামে উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) কমিশনের সাধারণ সীলমোহর কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত আকৃতির এবং বিবরণ সম্বলিত হইবে; উহা চেয়ারম্যানের হেফাজতে থাকিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, চেয়ারম্যান এবং অপর একজন কমিশনারের উপস্থিতি ব্যতিরেকে কোন দলিলে সাধারণ সীলমোহর লাগানো যাইবে না এবং তাহাদের উপস্থিতির প্রতীক হিসাবে তাহারা সীলযুক্ত দলিলটিতে স্বাক্ষর করিবেন।

কমিশনের গঠন

৭। (১) কমিশন ৫ (পাঁচ) জন কমিশনার সমন্বয়ে গঠিত হইবে এবং তাহাদের মধ্য হইতে সরকার

একজনকে চেয়ারম্যান ও অপর একজনকে ভাইস-চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবে।

(২) কমিশনারদের অন্ততঃ দুইজন হইবেন উপ-ধারা ১০(১) এর দফা (ক) তে উল্লেখিত প্রকৌশলী, অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (খ)- েত উল্লেখিত ব্যক্তি এবং অন্ততঃ একজন হইবেন উক্ত উপ-ধারার দফা (গ)- েত উল্লেখিত ব্যক্তি।

(৩) শুধুমাত্র কোন কমিশনার পদে শূন্যতা বা কমিশন গঠনে ত্রূটি থাকার কারণে কমিশনের কোন কার্য বা কার্যধারা অবৈধ প্রতিপন্ন হইবে না এবং ততসম্পর্কে কোন আদালতে প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।

কমিশনের কার্যালয়

৮। কমিশনের প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে, তবে কমিশন, সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে, দেশের যে কোন স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

কমিশনারগণের নিয়োগ ও মেয়াদ

৯। (১) কমিশনারগণ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং তাহারা পূর্ণকালীন ভিত্তিতে কর্মরত থাকিবেন।

(২) কমিশনারগণ, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, তাহাদের নিয়োগের তারিখ হইতে তিন বতসর মেয়াদের জন্য বহাল থাকিবেন এবং অনুরূপ একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বতসর পূর্ণ হইলে তিনি কমিশনার পদে নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না।

কমিশনারগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

১০। (১) কমিশনার হইবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি-

(ক) টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে অন্ততঃ ১৫ বতসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী;

(খ) হাইকোর্ট বিভাগের বিচারক হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার যোগ্যতাসহ আইন বিষয়ে ১৫ বতসরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবী বা বিচারক;

(গ) ব্যবসা বাণিজ্য বা শিল্প বা অর্থ (finance) বা অর্থনীতি বা গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ বা ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসন বিষয়ে অন্ততঃ ১৫ (পনের) বছরের বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি।

(২) এমন কোন ব্যক্তি কমিশনার নিযুক্ত হইবার বা উক্ত পদে বহাল থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যিনি:

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক নহেন;

(খ) জাতীয় সংসদ, বা কোন স্থানীয় সরকারের সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন বা নির্বাচিত হওয়ার জন্য মনোনীত হইয়াছেন;

(গ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ খেলাপী হিসাবে উক্ত ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ ব্যাংক বা আদালত কর্তৃক ঘোষিত বা চিহ্নিত হইয়াছেন;

(ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি লাভ করেন নাই;

(ঙ) নৈতিক স্খলনজনিত অপরাধ সংঘটনের দায়ে আদালত কর্তৃক দুই বছর বা তদূর্ধ্ব মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন, এবং উক্ত দণ্ড হইতে মুক্তি লাভের পর পাঁচ বছর সময় অতিক্রান্ত হয় নাই;

(চ) কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার পর উক্ত পদের দায়িত্ব বহির্ভূত কোন লাভজনক কাজে সরাসরিভাবে নিয়োজিত;

(ছ) মালিক, শেয়ার হোল্ডার, পরিচালক, কর্মকর্তা, অংশীদার বা পরামর্শক হিসাবে বা অন্যবিধ কারণে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট:

(অ) বাংলাদেশে টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন বা পরিচালন বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদানের কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ফার্ম বা কোম্পানী বা অন্যবিধ প্রতিষ্ঠান, যাহার জন্য এই আইনের অধীনে লাইসেন্স বা কারিগরী গ্রহণযোগ্যতা সনদ বা পারমিটের প্রয়োজন হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থার (statutory body) পরিচালনা বোর্ড, যে নামেই অভিহিত হউক, এর সদস্য বা কর্মকর্তাকে কমিশনার হিসাবে নিয়োগের ক্ষেত্রে তিনি উক্ত সংস্থায় তাহার চাকুরী অব্যাহত না রাখার শর্তে তাহাকে নিয়োগ করা যাইবে; অথবা

(আ) বিদেশে টেলিযোগাযোগ কার্যক্রম পরিচালনাকারী কোন ফার্ম বা কোম্পানী বা কর্পোরেশন বা এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা বিদেশে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি বা বেতার যন্ত্রপাতি উতপাদন বা বিতরণ করে, বা বাংলাদেশে ব্যবসা পরিচালনা করে, বা টেলিযোগাযোগ সেবা প্রদান করে;

(জ) দৈহিক বা মানসিক বৈকল্যের কারণে তাহার দায়িত্ব পালনে অক্ষম; অথবা

(ঝ) উপ-ধারা (৩) এর বিধান যথাসময়ে পালনে ব্যর্থ হইয়াছেন।

(৩) কাহারও উইল, দান বা উত্তরাধিকার সূত্রে বা অন্য কোনভাবে উপধারা (২)(ছ)- েত নিষিদ্ধ ঘোষিত কোন স্বার্থ কোন কমিশনারের উপর বর্তাইলে বা তিনি উহা অর্জন বা ধারণ করিলে-

(ক) বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার বা কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত হওয়ার ৩ (তিন) মাসের মধ্যে লব্ধ বা ধারণকৃত স্বার্থের মূল্য, ধরন, এবং উহা অর্জন বা বর্তানো বা ধারণের ঘটনা সম্পর্কে তিনি অন্য সকল কমিশনারকে লিখিত নোটিশ দ্বারা অবহিত করিবেন; এবং

(খ) চেয়ারম্যান বিষয়টি সম্পর্কে অনধিক ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে সকল কমিশনারকে নোটিশ দিয়া সভা আহ্বান করিবেন, তবে যে ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান নিজেই উক্ত নোটিশ দেন, সে ক্ষেত্রে ভাইস- চেয়ারম্যান এই সভা আহ্বান করিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই উক্ত নোটিশ দিলে যে কোন কমিশনার এই সভা আহ্বান করিতে পারিবেন; এবং

(গ) কমিশন উক্ত স্বার্থের ধরন ও মূল্য বিবেচনাক্রমে, উহা অনধিক তিন মাসের মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং উক্ত কমিশনার তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন; এবং

(ঘ) কমিশন উক্ত নির্দেশের একটি অনুলিপি অবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সভায় উক্ত স্বার্থ অর্জনকারী বা ধারণকারী কমিশনার উপস্থিত থাকিয়া তাহার বক্তব্য পেশ করার সুযোগ পাইবেন, কিন্তু তাহার কোন ভোটাধিকার থাকিবে না।

পরিবারের সদস্যের কতিপয় স্বার্থ সম্পর্কে কমিশনারের দায়িত্ব

১১। (১) কোন কমিশনারের পরিবারের কোন সদস্য যদি ধারা ১০(২)(ছ)- েত উলিস্্নখিত স্বার্থ অর্জন বা ধারণ করেন, তাহা হইলে তিনি কমিশনার নিযুক্ত হওয়ার বা তিনি বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হওয়ার তিন মাসের মধ্যে তাহার জানামতে উক্ত স্বার্থের ধরন ও মূল্য সম্পর্কে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারায় পরিবার বলিতে কমিশনারের পিতা, মাতা, স্বামী বা স্ত্রী, এবং তাহার পুত্র, কন্যা, সতপুত্র ও সতকন্যাকে বুঝাইবে।

(২) কোন কমিশনারের পরিবারের কোন সদস্য যে ফার্ম, কোম্পানী, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠানে উক্ত স্বার্থ অর্জন বা ধারণ করেন, উক্ত ফার্ম, কোম্পানী, কর্পোরেশন বা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কমিশন কর্তৃক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে উক্ত কমিশনার অংশ গ্রহণ করিবেন না, তবে এতদবিষয়ে কমিশনের সভায় তিনি উপস্থিত থাকিতে পারিবেন, কিন্তু তাহার ভোটাধিকার থাকিবে না।

কমিশনারগণের পদত্যাগ ও অপসারণ

১২। (১) যে কোন কমিশনার সরকারের বরাবরে তিন মাসের লিখিত নোটিশ এবং উহার একটি অনুলিপি কমিশনের চেয়ারম্যান বা পদত্যাগকারী কমিশনার চেয়ারম্যান হইলে ভাইস-চেয়ারম্যানের বরাবরে প্রেরণপূর্বক তাহার পদ ত্যাগ করিতে পারেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ পদত্যাগ সত্ত্বেও, পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত, সরকার প্রয়োজনবোধে পদত্যাগকারী কমিশনারকে তাহার দায়িত্ব পালনের অনুরোধ করিতে পারে।

(২) একজন কমিশনারকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করা যাইবে, যদি-

(ক) উপ-ধারা ১০(২) এর দফা (ক) হইতে (ঝ)- েত উল্লেখিত কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়; অথবা

(খ) তিনি দুর্নীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার, চরম (gross) অসদাচরণ বা দায়িত্বে চরম অবহেলার দোষে দোষী সাব্যস্ত হন।

(৩) উপধারা (২) এ বর্ণিত কারণে কোন কমিশনার তাহার পদে বহাল থাকার অযোগ্য বলিয়া মনে করিলে, সরকার, উক্ত কারণের সঠিকতা যাচাইয়ের জন্য, সুপ্রীম কোর্টের এক বা একাধিক বিচারক সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করিবে এবং কমিটি গঠনের আদেশে উক্ত তদন্ত কমিটি কর্তৃক প্রতিবেদন দাখিলের সময়সীমাও নির্ধারণ করিয়া দিবে।

(৪) উপধারা (৩) অনুযায়ী গঠিত কমিটি সরকারের নিকট সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি ও কারণসহ এই মর্মে প্রতিবেদন দাখিল করিবে যে, সংশ্লিষ্ট কমিশনারের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে কিনা এবং উক্ত কমিশনারকে অপসারণ করা সমীচীন কিনা, এবং সরকার যথাসম্ভব উক্ত প্রতিবেদনের সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৫) প্রসত্মাবিত অপসারণের ব্যাপারে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া এই ধারার অধীনে সরকার কোন কমিশনারকে অপসারণ করিবে না।

(৬) কোন কমিশনারের ব্যাপারে উপ-ধারা (৩) এর অধীনে তদন্ত কমিটি গঠন করা হইলে, সরকার, সংশ্লিষ্ট পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে, উক্ত কমিশনারকে, তাহার দায়িত্ব পালন হইতে বিরত থাকিবার নির্দেশ দিতে পারিবে এবং এ বিষয়ে নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত কমিশনার তাহা পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৭) তদন্ত কমিটি Commission of Enquiry Act, 1956 (VI of 1956) এর অধীনে নিযুক্ত কমিশন বলিয়া গণ্য হইবে এবং এই আইনের বিধান সাপেক্ষে উক্ত Act এর বিধানাবলী তদন্ত কমিটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

কমিশনার পদে সাময়িক শূন্যতা পূরণ

১৩। কোন কমিশনার মৃত্যুবরণ বা স্বীয় পদ ত্যাগ করিলে বা অপসারিত হইলে, সরকার উক্ত পদ শূন্য হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে, কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে শূন্য পদে নিয়োগ করিবে।

প্রধান নির্বাহী

১৪। চেয়ারম্যান কমিশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন; এবং তাহার পদত্যাগ, অপসারণ, অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোন কারণে দায়িত্ব পালনে অপরাগতার ক্ষেত্রে ভাইস-চেয়ারম্যান, নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বা বিদ্যমান চেয়ারম্যান দায়িত্ব পালনে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত, চেয়ারম্যানের সকল ক্ষমতা প্রয়োগ এবং দায়িত্ব ও কার্যাবলী সম্পাদন করিবেন; এবং কোন ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান উভয়েই অপারগ হইলে সরকার সাময়িকভাবে একজন কমিশনারকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালনের নির্দেশ দিতে পারিবে।

কমিশনের সভা

১৫। (১) কমিশন উহার সভার স্থান, সময়, কার্যপদ্ধতি এবং অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে, এই আইনের বিধান সাপেক্ষে, সাধারণ বা বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সকল সভা পরিচালিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত বা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত না থাকিলে চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কমিশনের সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান বা ক্ষেত্রমত ভাইস-চেয়ারম্যানসহ ৩ (তিন) জন কমিশনার উপস্থিত থাকিলে কমিশনের সভার কোরাম হইবে।

(৩) কমিশনের সকল সভায় চেয়ারম্যান, এবং তাহার অনুপস্থিতিতে ভাইস-চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করিবেন।

(৪) কমিশনের সভায় উপস্থিত কমিশনারদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে এবং ভোটে সমতার ক্ষেত্রে সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় বা নির্ণায়ক ভোট প্রদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠান বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্যে দুইজন কমিশনার চেয়ারম্যানকে কমিশনারগণের সভা আহ্বানের জন্য লিখিতভাবে অনুরোধ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে চেয়ারম্যান সভা আহ্বান করিবেন।

(৬) সভায় কোন সুনির্দিষ্ট বিষয়ে মতামত, বক্তব্য, তথ্য বা ব্যাখ্যা উপস্থাপনের উদ্দেশ্যে চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট যে কোন ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ জানাইতে পারিবেন এবং সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে আমন্ত্রিত ব্যক্তির মতামত,

বক্তব্য বা ব্যাখ্যা সভার কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

কমিটি

১৬। কমিশন উহার কাজে সহায়তার জন্য প্রয়োজনবোধে এক বা একাধিক কমিশনার, বা উহার যে কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী বা অন্য কোন ব্যক্তি সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কমিটি গঠন এবং এইরূপ কমিটির দায়িত্ব ও কার্যধারা নির্ধারণ করিতে পারিবে।

কমিশনারগণের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক ও সুবিধাদি

১৭। (১) সরকার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান এবং অন্যান্য কমিশনারের পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, ভাতা, সুযোগ-সুবিধা ও চাকুরীর অন্যান্য শর্ত নির্ধারণ করিবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে কমিশনার নিয়োগের পর তাহার পদমর্যাদা, পারিশ্রমিক, সুযোগ-সুবিধাদি এবং চাকুরীর অন্যান্য শর্ত এমনভাবে পরিবর্তন করা হইবে না যাহাতে এই পরিবর্তন তাহার জন্য অসুবিধাজনক হয়।

কমিশনের সচিব, কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ইত্যাদি

১৮। (১) সরকা